উপজেলাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা

ড. মো. শফিকুল ইসলাম

প্রকাশিত: ১৭:১৫, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বিগত এক দশকে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়েছে। ইতোমধ্যে সাক্ষরতার হারও বাড়ছে, শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্ভব হচ্ছে বেশি হারে। বাড়ছে স্কুল-কলেজের সংখ্যাও। এমন

সব ভালো উদ্যোগ সত্বেও দেশে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। অনেক ক্ষেত্রে ছাত্ররা নানামুখী সীমাবদ্ধতার মুখে পড়ছে। তাছাড়া শিক্ষাখাতে বরাদ্দ তেমন বাড়েনি, এমনকি বাড়লেও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে বা অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয়। সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হলো বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দের হার সীমিত। অর্থবছর ২০২৫-২৬-এর বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৯৫,৬৪৪ কোটি টাকা, যা জাতীয় বাজেটের প্রায় ১২.১% এবং জিডিপির প্রায় ২.১% (সূত্র-ডেইলি অবজারভার)। টঘঊঝঈঙ বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী একটি দেশের জন্য জিডিপির ৪-৬% বা বাজেটের ১৫-২০% শিক্ষা খাতে থাকা উচিত, যা আমাদের বর্তমান বরাদ্দের তুলনায় বেশি। তাই সরকারের এ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া এবং আগামী বাজেটে বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো উচিত।

অন্যদিকে, সাক্ষরতার ও কার্যকর সাক্ষরতার হারে কিছু পরিমিত উন্নয়ন দেখা গেছে। দেশের সাধারণ সাক্ষরতার হার (৭ বছর ও তার বেশি বয়সের) এখন প্রায় ৭৭.৯% এ পৌঁছেছে, যেখানে এখনো প্রায় ২১-২২% জনসংখ্যা সাক্ষরতার বাইরে রয়েছে। কার্যকর সাক্ষরতার হার (৭+ বছর বয়সে যারা পড়তে, লিখতে ও মৌলিক কাজকর্মে সক্ষম) প্রায় ৬২.৯২% এবং ১১-৪৫ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে এই হার ৭৩.৭%। অর্থাৎ, শুধু পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষা নিতে পারা বা বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাড়াই যথেষ্ট নয় -শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক ও মৌলিক দক্ষতা বিকাশও মাপকাঠিতে গুরুত্বপূর্ণ। যতদিন একজন নিরক্ষরও থাকবে, ততদিন সরকারকে সাক্ষরতা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনকে কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।

বাংলাদেশ শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সাধন করেছে এবং ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে তা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। তবে প্রশ্ন থেকেই যায়- এত উন্নতির পরও কেন প্রতিটি উপজেলায় পর্যাপ্ত মানসম্মত স্কুল এবং কলেজ নেই কেন? ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্তানদের ভর্তি করাতে গিয়ে অভিভাবকদের রাজধানী বা জেলা শহরের দিকে ছুটতে হয়। তারপরও জেলা পর্যায়ে ভালো মানের প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত আসন না থাকায় অনেকেই হয়রানির শিকার হন। এই হয়রানি কবে বন্ধ হবে-তা প্রায় অনিশ্চিত।

সম্প্রতি এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর মোট পাসের হার ৬৮.৪৫%, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ১৪.৫৯ শতাংশ কম। তবুও এই ফলে ১ লাখ ৩৯ হাজার ০৩২ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ অর্জন করেছে, যা দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের একটি বিশাল অংশ। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৮২ হাজা ১২৯ জন। অর্থাৎ, এক বছরে প্রায় ৪৩ হাজার কমেছে। তবে সংখ্যাটি এখনো খুব বড়। সমস্যা শুরু হয় জিপিএ-৫ পাওয়া এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য কলেজে ভর্তির সময় আসন

সংকটের কারণে। দেশে মানসম্পন্ন কলেজের সংখ্যা এখন প্রায় পৌনে দুইশর মতো। যেখানে মোট আসন সংখ্যা ৮০ থেকে ৯০ হাজারের বেশি নয়। রাজধানীতে মাত্র ২০ থেকে ২৫টি কলেজ আছে, যেগুলো সেরা হিসেবে বিবেচিত। এ কলেজগুলোতে প্রথমে নিজেদের স্কুলের শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হয়। এরপর বাইরের শিক্ষার্থীদের জন্য সীমিত আসন থাকে। ফলে রাজধানীর ভালো কলেজগুলোয় সর্বোচ্চ ২০ থেকে ২৫ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা তার কয়েকগুণ বেশি হওয়ায় অনেককে কম মানসম্পন্ন কলেজে ভর্তি হতে হয়। একই ফল করা সত্ত্বেও সমমানের শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হয়, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এমন পরিস্থিতি শিক্ষায় এক ধরনের বৈষম্য তৈরি করছে। মেধাবী শিক্ষার্থীরা মানসিকভাবে হতাশ হচ্ছে। অনেকে রাজধানী বা বড় শহরে গিয়ে ভর্তি হতে বাধ্য হচ্ছে। এতে অভিভাবকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপ বাড়ছে। গ্রামের শিক্ষার্থীরা ভালো শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় শহর-গ্রামের শিক্ষাগত ব্যবধান আরও বাড়ছে। অর্থাৎ শিক্ষা বা সব ক্ষেত্রেই দেশের মানুষ একটি ভারসাম্যযুক্ত সমাজ ব্যবস্থা দেখতে চায়। এসব বৈষম্য দেশের জনগণ মানতে চায় না। তারা চায় বৈষম্যবিহীন বাংলাদেশ।

এটা স্পষ্ট যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকেন্দ্রীকরণ করা হলেও মানের বিকেন্দ্রীকরণ হয়নি। ফলে সবাই ঢাকায় ভালো কলেজে ভর্তি হওয়ার মানসিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এই বৈষম্য নিরসনের জন্য প্রতিটি উপজেলায় অন্তত একটি করে হলেও মানসম্মত স্কুল এবং কলেজ থাকা আবশ্যক। প্রশ্ন হচ্ছে-কেন প্রতিটি উপজেলায় পর্যাপ্ত মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি? সরকার বাজেট বাড়াচ্ছে, অনেক স্কুল ও কলেজ জাতীয়করণ করেছে। কিন্তু মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য এখনো পর্যাপ্ত গবেষণা হয়নি। এর জন্য সুনির্দিষ্ট গবেষণা, তদারকি এবং কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি।

মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে ভালো মানের শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে এবং মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আসতে উৎসাহিত করতে হবে। এখন প্রায় সবাই বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে অন্য পেশায় যেতে চায়। শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করলেই হবে না, সঙ্গে দক্ষ জনবলও নিশ্চিত করা জরুরি। শিক্ষক নিয়োগে কোনো আপোস চলবে না। নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন। জেলা পর্যায়ের শিক্ষকরা যে সুযোগ-সুবিধা পান, তা উপজেলা পর্যায়েও নিশ্চিত করা চাই।

শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য দূর করতে সরকারকে একটি সেল গঠন করতে হবে, যার কাজ হবে প্রতিটি উপজেলায় মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য একটি নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য স্কুল ও কলেজের গুণমান

সংজ্ঞায়িত, মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ করা অপরিহার্য। শিক্ষকের মান, শিক্ষাদানের দক্ষতা, নেতৃত্ব এবং পেশাদারিত্বের সূচকগুলোকে মূল্যায়নের আওতায় আনা দরকার। পাশাপাশি শিক্ষকদের জবাবদিহিতা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত শিক্ষক থাকতে হবে যাতে একজন শিক্ষক একটি ক্লাস নেওয়ার পর অন্তত ২০ বা ৩০ মিনিট বিরতি পান। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের বিরতিহীন ক্লাস নিতে হয়, যার ফলে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা যায় না। তাই শিক্ষাবিদদের সুপারিশ অনুযায়ী সরকারকে অবিলম্বে উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো বৈষম্য থাকা উচিত নয়। আমরা যদি প্রতিটি উপজেলায় মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি, তবে একদিকে শিক্ষায় সমতা আসবে এবং অন্যদিকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। সার্বিক অর্থে– এই সংকট বা সমস্যা নিরসনে কর্তৃপক্ষ কিছু কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। যেমন- ক) উপজেলা পর্যায়ে অন্তত একটি মানসম্পন্ন স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করা-যাতে রাজধানীমুখী চাপ কমে। খ) শিক্ষকের মান উন্নয়ন এবং দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ, নিয়মিত প্রশিক্ষণ, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। গ) বিদ্যমান ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের জন্য আসনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নতুন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা। ঘ) অবকাঠামো উন্নয়ন-বিজ্ঞানাগার, গ্রন্থাগার, প্রযুক্তি সুবিধা ও খেলার মাঠ বাড়ানো। ঙ) সুষ্ঠু ভর্তি নীতি- যাতে মেধা, ন্যায্যতা ও সমান সুযোগ নিশ্চিত হয়। চ) শিক্ষকদের বেতন বা আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি করা।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। কিন্তু মেরুদণ্ড শক্তিশালী করতে হলে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যা দেশের টেকসই উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। একই ফল করেও কেউ ভালো কলেজে পড়ার সুযোগ পাবে আবার কেউ পাবে না-এটি সামাজিক বৈষম্য তৈরি করে। তাই গবেষণা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলায় মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত করতে সরকারের যথাযথ ও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। তবেই শিক্ষায় প্রকৃত সমতা ও গুণগতমান নিশ্চিত করা সম্ভব হতে পারে।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ